সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজের স্থাপনাসমূহ ব্যবহার ও ভাড়ার হার সংক্রান্ত নীতিমালা-২০১৭

ক্রীড়া পরিদপ্তরের আওতাধীন সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ সমূহে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনা ও হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের জন্য বিভিন্ন স্থাপনা রয়েছে যেমন: খেলার মাঠ, অডিটরিয়াম, জিমন্যাসিয়াম, সুইমিং পুল, গেষ্টরুম, হোস্টেল ইত্যাদি। বর্তমানে দেশে উম্মুক্ত স্থানসহ বিভিন্ন খেলাধুলা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের জন্য স্থাপনার অভাব রয়েছে। বিশেষ করে বিভাগীয় শহরগুলোতে খেলাধুলার জন্য স্কুল-কলেজসমূহে খেলার মাঠ, অডিটরিয়াম, জিমন্যাসিয়াম, সুইমিং পুলের অভাব প্রকট। শারীরিক শিক্ষা কলেজের স্থাপনাসমূহ ব্যবহারের লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন সংগঠনসমূহ ক্রীড়া কার্যক্রমের জন্য উক্ত স্থাপনাসমূহ ব্যবহারের অনুমতি প্রার্থনা করে। এমতাবস্থায় শারীরিক শিক্ষা কলেজসমূহের স্থাপনাসমূহ ব্যবহার ও ভাড়ার হার পুন: নির্ধারণপূর্বক নিম্নরূপ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো :

নীতিমালা :

০১। খেলার মাঠসমূহ ক্রীড়া বর্হির্ভূত কাজে ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা হবে না।

০২। খেলাধুলা সংক্রান্ত অনুষ্ঠানের জন্য বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/সংস্থাকে অনুমতি প্রদান করা যাবে।

০৩। অনুমোদন প্রত্যাশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/সংস্থা খেলাধুলা অনুষ্ঠানের জন্য অধ্যক্ষ বরাবর আবেদন করবে। শিক্ষা কার্যক্রমকে ব্যহত না করার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে সংশ্লিষ্ট অধ্যক্ষ প্রাপ্ত আবেদনসমূহ বিবেচনার জন্য সুস্পষ্ট মতামত সহকারে ক্রীড়া পরিদপ্তরে প্রেরণ করবেন। অধ্যক্ষের মতামতের ভিত্তিতে ক্রীড়া পরিদপ্তর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। অনুমোদন প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নবর্নিত শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে:

শর্তাবলী :

(০১)	অনুমোদন প্রত্যাশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/সংস্থা অনুষ্ঠানের নুন্যপক্ষে ১৫দিন পূর্বে আবেদন করবে।
(০২)	শারীরিক শিক্ষা কলেজের অধ্যক্ষ শিক্ষা কার্যক্রম ব্যহত না করার বিষয় বিবেচনা করে আবেদন প্রাপ্তির ৩(তিন) কর্মদিবসের মধ্যে মতামত সহকারে ক্রীড়া পরিদপ্তর বরাবর প্রেরণ করবে।
(০৩)	বরাদ্দকালীন সময়ে কলেজের কোন অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্থ হলে বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান নিজ খরচে উক্ত অবকাঠামো মেরামত করার ব্যবস্থা করবে। এছাড়া রাত ১০.০০ঘটিকা হতে সকাল ৫.০০ঘটিকা পর্যন্ত কোন শব্দযন্ত্র ব্যবহার করা যাবে না।
(০৪)	আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানকে বহনযোগ্য ডাষ্টবিনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং অনুষ্ঠান শেষে বর্জ্য অপসারণের ব্যবস্থা করতে হবে। অনুষ্ঠান শেষে মাঠ পরিছন্ন করে কলেজ কর্তৃপক্ষকে বুঝিয়ে দিতে হবে।
(০৫)	অনুষ্ঠানের পূর্বে নিরাপত্তা বিধানের নিমিত্তে থানাকে অবহিত করতে হবে। আইন-শৃংখলা ও নিরাপত্তার দায়িত্ব বরাদ্দ প্রত্যাশী প্রতিষ্ঠান/সংস্থাকে করতে হবে এবং নিরাপত্তার জন্য নিজ উদ্যোগে নিরাপত্তা বাহিনী নিয়োজিত করতে হবে। শৃঙখলাজনিত কোন পরিস্থিতির জন্য বরাদ্দ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব বহন করবে মর্মে নিজস্ব প্যাডে অংগীকারনামা প্রদান করবে। কলেজ অধ্যক্ষ বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।
(০৬)	কলেজ প্রশাসন নির্ধারিত হারে প্রাপ্ত অর্থ ভাউচার মুলে গ্রহন করবেন যা কলেজের আলাদা হিসাবে জমা হবে এবং ক্রীড়া পরিদপ্তরের অনুমোদনক্রমে কলেজের উন্নয়নের কাজে ব্যয় করা হবে। উক্ত অর্থ ব্যয়ের ভাউচার সংরক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট হিসাবে জমা প্রদানের বিষয়টি অধ্যক্ষ নিশ্চিত করবেন।
(০৭)	বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য কলেজ প্রশাসন নির্দিষ্ট রেজিষ্টার সংরক্ষণ করবেন। রেজিষ্টারে বরাদ্দ প্রাপ্ত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, প্রাপ্ত অর্থ এবং জমাকৃত অর্থসহ অন্যান্য ব্যয়ের ভাউচার নং ও ব্যয়ের বিবরণ উল্লেখ করবেন।
(০৮)	স্থাপনাসমূহ সুষ্ঠু ব্যবহার ও তদারকি করার লক্ষ্যে অধ্যক্ষকে সভাপতি, উপাধ্যক্ষ/প্রভাষক-কে সদস্য-সচিব ও ক্রীড়া পরিদপ্তরের একজন মনোনীত প্রতিনিধিকে নিয়ে ১টি কমিটি গঠন করা হবে। উক্ত কমিটি প্রয়োজন মাফিক সভা করবেন এবং উহার কার্যবিবরণী ক্রীড়া পরিদপ্তরে প্রেরণ করবেন।
(০৯)	গেস্টরুম ব্যবহারের ক্ষেত্রে কলেজের অধ্যক্ষ অনুমতি প্রদান করবেন। এলক্ষ্যে তিনি কলেজে একজন কর্মচারীকে নিয়োগ করবেন যিনি গেষ্টরুম দেখাশুনার দায়িত্ব পালন করবেন। কলেজ কর্তৃপক্ষ গেষ্টরুম সংরক্ষণ ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রতি বোর্ডারের নিকট থেকে প্রাপ্ত অর্থের ৫০% ব্যয় করতে পারবেন এবং অবশিষ্ট ৫০% অর্থ সংশ্লিষ্ট হিসাবে জমা হবে। তালিকা অনুযায়ী উক্ত অর্থ গ্রহনের স্বপক্ষে প্রাপ্তি স্বীকারপত্র/রিসিপ্ট প্রদান করবেন।

মোরশেদা আখতার
সহকারী সচিব

(১০)	গেষ্ট রুম ব্যবহারের [illegible] সংরক্ষণের লক্ষ্যে কলেজ প্রশাসন একটি রেজিষ্টার সংরক্ষণ করবেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারী উক্ত রেজিষ্টারে [illegible] নাম, ঠিকানা (জাতীয় পরিচয়পত্র/পাসপোর্টের ফটোকপিসহ), আগমন-প্রস্থান, আগমনের কারণ, আদায়কৃত অর্থ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষরসহ লিপিবদ্ধ করবেন যা কমিটির সভা উপস্থাপন করতে হবে।
(১১)	গেষ্টরুম একনাগাড়ে ৭(সাত) দিনের বেশী বরাদ্দ দেয়া যাবে না।
(১২)	কলেজের পরিবেশ বিঘ্নকরে এরুপ ব্যক্তির অনুকূলে কোন গেষ্টরুম বরাদ্দ করা যাবে না।
(১৩)	আলাদা কোন ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী বা বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ব্যবহার করা যাবে না।

<u>ভাড়ার হার</u>

কলেজসমূহকে ভাড়ার ক্ষেত্রে "ক" ও "খ" শ্রেণীতে বিভাজন করে নিম্নরুপ ভাড়ার হার নির্ধারণ করা হলো।

(ক) "ক" শ্রেণী : শারীরিক শিক্ষা কলেজ, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী

ক্রমিক	স্থাপনাসমূহ	ভাড়ার হার	মন্তব্য
০১।	খেলার মাঠ	২০,০০০/-	বিদ্যুৎ বিল-২০০০/-, পয়: নিস্কাষন-২০০০/-, মাঠ পরিছন্ন বাবদ-৩০০০/-, লেডি বাবদ ডেকোরেটর থেকে-২০০০/-, মাইক-১০০০/-, ফুল সজ্জার জন্য-১০০০/- অতিরিক্ত আদায় করা হবে।
০২।	অডিটরিয়াম	১৫,০০০/-	বিদ্যুৎ বিল-৩০০০/-, পয়: নিস্কাষন-১০০০/-, পরিছন্ন বাবদ-১০০০/- ও লেডি বাবদ মাইক থেকে-৫০০/-,ফুল সজ্জার জন্য-৫০০/-অতিরিক্ত আদায় করা হবে।
০৩।	জিমনেসিয়াম	১২,০০০/-	বিদ্যুৎ বিল-৩০০০/-, পয়: নিস্কাষন-১০০০/-, পরিছন্ন বাবদ-১০০০/- ও লেডি বাবদ মাইক থেকে-৫০০/-,ফুল সজ্জার জন্য-৫০০/-অতিরিক্ত আদায় করা হবে।
০৪।	সুইমিং পুল	১৫,০০০/-	বিদ্যুৎ বিল-১০০০/-, পয়: নিস্কাষন-১০০০/-, পরিছন্ন বাবদ-৩০০০/, লেডি বাবদ মাইক থেকে-৫০০/-,ফুল সজ্জার জন্য-৫০০/-অতিরিক্ত আদায় করা হবে।
০৫।	গেস্ট রুম	১৫০/-(ডাবল) ১০০/-(সিঙ্গেল)	দুপুর ১২.০০ টা হতে পরের দিন দুপুর ১২.০০টা পর্যন্ত চেক আউট সময়।
০৬।	হোস্টেল রুম	৫০০/-	দুপুর ১২.০০ টা হতে পরের দিন দুপুর ১২.০০টা পর্যন্ত চেক আউট সময়।

(ক) "খ" শ্রেণী : শারীরিক শিক্ষা কলেজ, বাগেরহাট, বরিশাল ও ময়মনসিংহ

ক্রমিক	স্থাপনাসমূহ	ভাড়ার হার	মন্তব্য
০১।	খেলার মাঠ	১০,০০০/-	বিদ্যুৎ বিল-২০০০/-, পয়: নিস্কাষন-১০০০/-, মাঠ পরিছন্ন বাবদ-৩০০০/-, লেডি বাবদ ডেকোরেটর থেকে-১০০০/-, মাইক-৫০০/-, ফুল সজ্জার জন্য-৫০০/- অতিরিক্ত আদায় করা হবে।
০২।	অডিটরিয়াম	৭,০০০/-	বিদ্যুৎ বিল-২০০০/-, পয়: নিস্কাষন-১০০০/-, পরিছন্ন বাবদ-১০০০/- ও লেডি বাবদ মাইক থেকে-৫০০/-,ফুল সজ্জার জন্য-৫০০/-অতিরিক্ত আদায় করা হবে।
০৩।	জিমনেসিয়াম	৬,০০০/-	বিদ্যুৎ বিল-২০০০/-, পয়: নিস্কাষন-১০০০/-, পরিছন্ন বাবদ-১০০০/- ও লেডি বাবদ মাইক থেকে-৫০০/-,ফুল সজ্জার জন্য-৫০০/-অতিরিক্ত আদায় করা হবে।
০৪।	সুইমিং পুল	৫,০০০/-	বিদ্যুৎ বিল-১০০০/-, পয়: নিস্কাষন-১০০০/-, পরিছন্ন বাবদ-৩০০০/, লেডি বাবদ মাইক থেকে-৫০০/-,ফুল সজ্জার জন্য-৫০০/-অতিরিক্ত আদায় করা হবে।
০৫।	গেস্ট রুম	১৫০/-(ডাবল) ১০০/-(সিঙ্গেল)	দুপুর ১২.০০ টা হতে পরের দিন দুপুর ১২.০০টা পর্যন্ত চেক আউট সময়।
০৬।	হোস্টেল রুম	৫০০/-	দুপুর ১২.০০ টা হতে পরের দিন দুপুর ১২.০০টা পর্যন্ত চেক আউট সময়।

১৬/১২/২০১৭

মোরশেদা আখতার
সহকারী সচিব
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২২/১১/১৭
(ডা: মো: আমিনুল ইসলাম)
পরিচালক (যুগ্ম-সচিব)